দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 21 FEB 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ...

UU-017

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

বহুভাষী সাঁটলিপি ও প্রসংগ কথা

জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মোঃ আবদুল মান্নান সরকার "বহুভাষী সাঁটলিপি" শীর্ষক একটি বই লিখেছেন। বইটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী কর্তৃক ১৯৮৭ সালের মার্চে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি সাঁটলিপি শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যবই হিসেবে লেখা হয়েছে। কিন্তু চার দেয়ালের প্রশিক্ষণের বাইরে পরীক্ষা পাসের কিংবা সার্টিফিকেট অর্জনের প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা সাঁটলিপি অধ্যয়ন করেন না অথচ যারা জ্ঞানপিপাসু, জানার সামর্থের অধিকারী ও উদ্যোগী, তাদের কাছেও এ ধরনের একটি বইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ সাঁটলিপি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় ভালো সাঁটলিপি বইয়ের তীব্র অভাব বহুদিন যাবত অনুভূত হয়ে আসছে। পিটম্যান পদ্ধতির অনুসরণে কিছু কিছু বাংলা সাঁটলিপি বই বাজারে পাওয়া গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। এগুলোর মধ্যে মুহম্মদ আলী মিএার "বাংলা সাঁটলিপি" (১৯৭২), মোহাম্মদ হোসেনের "বাংলা সংকেতলিপি শিক্ষা" (১৯৭৪); জয়নুল আবেদীনের "আধুনিক বাংলা সাঁটলিপি" (১৯৭৪); এবং মোঃ নূর নবী ও মাহমুদ মীর্জার "আধুনিক বাংলা সাঁটলিপি অভিধান" (১৯৭৫) উল্লেখযোগ্য। মুহম্মদ ওমর খাত্তাব তাঁর "সাঁটলিপি" গ্রন্থখানি মিমিওগ্রাফ করে প্রকাশ করেন ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে। উপরোক্ত বইগুলোর উপর সুরেন্দ্রলাল রক্ষিত উদ্ভাবিত "বাণী রেখার" প্রভাব রয়েছে। আর "বাণী রেখা" উদ্ভাবিত হয়েছে পিটম্যান পদ্ধতির অনুসরণেই। বৃটিশ ভারতে স্বাধীনতাকামী দেশবরেণ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে শাস্তি প্রদানের নিমিত্তে তাঁদের বাংলা ভাষণ নথিবদ্ধকরণের জন্য সম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার প্রশাসনিক প্রয়োজনের তাগিদে তৎকালীন সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের উদ্যোগের পিটম্যান পদ্ধতির অনুসরণে বাংলা সাঁটলিপির উদ্ভাবন করে। এদেশে বাংলা সাঁটলিপির উদ্ভাবন বৃটিশ স্বার্থে হলেও বর্তমানে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনে বাংলা সাঁটলিপির গুরুত্ব অপরিহার্য।

ইংরেজী সাঁটলিপির ইতিহাসে স্যার আইজ্যাক পিটম্যান এবং চার্লস যুবেক গ্রেগের ন্যায় বাংলা সাঁটলিপির ইতিহাসে শ্রী সুরেন্দ্রলাল রক্ষিত এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ চিরদিন উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় বিরাজ করবেন।

মোঃ আফসার আলী ১৯৮৬ সালে মিমিওগ্রাফ করে বাংলা সাঁটলিপির উপর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোঃ আব্দুল মান্নান সরকারের বহুভাষী সাঁটলিপি বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৭ সালে। এ উভয় বইয়েই গ্রেগ পদ্ধতির প্রভাব বিদ্যমান। শুধু বাংলা ভাষাই নয়, একই সঙ্গে একই বইয়ে মোঃ আব্দুল মান্নান সরকার শিক্ষার্থীদেরকে একটি মাত্র আঁচড় (Stroke) দ্বারা বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় সাঁটলিপি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। সাঁটলিপির ইতিহাসে এটা একটা অভিনব পদক্ষেপ। যেহেতু একটি মাত্র আঁচড়ের দ্বারা একই সঙ্গে লেখক বাংলা, ইংরেজী ও আরবী সাঁটলিপি বুঝাতে চেয়েছেন, তাই তিনি তাঁর বইয়ের নামকরণ করেছেন "বহুভাষী সাঁটলিপি"। একজন শিক্ষার্থী প্রয়োজনবোধে অন্যান্য ভাষার সাঁটলিপিও এ বই থেকে আয়ত্ত করার ইংগিত পাবেন। যেমন একজন শিক্ষার্থীর যদি ফরাসী বা চীনা ভাষা জানা থাকে তাহলে তিনি উক্ত ভাষায় সাঁটলিপি আয়ত্ত করার ইংগিতও তিনি এ বই থেকে পাবেন। ডঃ মোঃ আশরাফ আলীও এ ইঙ্গিত প্রদান করেছেন বইটির Foreword-এ। এদিক থেকে বইয়ের নামকরণ স্বার্থক হয়েছে।

বহুভাষী সাঁটলিপি বইটি লেখার ব্যাপারে মান্নান সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁর বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমীর পাঁচজন সহকর্মী। বইটির পূর্ণাঙ্গ রূপদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের (আই, ই, আর,) সহযোগী

ডঃ মোঃ শামসুল হক মিয়া

অধ্যাপক ডঃ মোঃ আশরাফ আলীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। এছাড়াও বইটি ছাপানো, প্রুফ দেখা এবং প্রকাশনার ব্যাপারে সাঁটলিপি একাডেমীর প্রশিক্ষণবৃন্দ তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এতদসত্ত্বেও বইটি ত্রুটিমুক্ত এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠেনি। বিশেষ করে ছাপার্জনিত অনেক ভুল-ত্রুটি বইটিতে বিদ্যমান রয়েছে।

প্রচলিত বিরতি চিহ্নের ব্যবহার না করে ভিন্নভাবে বিরতি চিহ্নের ব্যবহার দেখানো হয়েছে বইটিতে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত বিরতি চিহ্নগুলো বইটিতে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সুবিধাজনক হতো। তাছাড়া, বইটিতে ১ নং পাঠের অনুরূপ ৩ নং পাঠেও আঁচড়গুলোর গতি নির্দেশনা বুঝানোর জন্য তীর চিহ্নের ব্যবহার করার উচিত ছিল। বইটির প্রকাশকালে লেখকের আরো নিষ্ঠা ও সতর্কতা অবলম্বনের অবকাশ ছিল এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ্রেগ পদ্ধতির অনুসরণে লেখা এ বইটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে বাংলা সাঁটলিপি, দ্বিতীয় খণ্ডে ইংরেজী সাঁটলিপি এবং তৃতীয় খণ্ডে আরবী সাঁটলিপি রচনা করা হয়েছে। তিন খণ্ডে সমাপ্ত করা হলেও গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর দু'বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কোর্সে ইংরেজী

সচিবী বিজ্ঞান বিভাগে গ্রেগ পদ্ধতির যে সাঁটলিপি পড়ানো হয়ে থাকে তার পূর্ণ প্রতিফলন এ বইয়ে ঘটেনি। ৫১ পৃষ্ঠায় এ বইটিতে অবিরত (Continuous) পৃষ্ঠা সংখ্যা বসানো হয়নি এবং পৃষ্ঠা সংখ্যাও যথাযথভাবে বসানো হয়নি। প্রথম খণ্ডে পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৪, দ্বিতীয় খণ্ডে পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৩ এবং তৃতীয় খণ্ডে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৪। বইটিতে সর্বমোট পাঠের সংখ্যা ৫২টি। এটা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, কোন গ্রন্থই প্রথম সংস্করণে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠে না। বিশেষ করে নতুন ধরনের কোন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তো নয়ই। আশা করা যায়, পরবর্তী সংস্করণগুলোতে বইটির ভুল-ত্রুটি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। সাদা কাগজে ছাপানো তিন রঙের প্রচ্ছদের বইটি শিক্ষার্থীদের উপকারে আসবে বলে আশা করি। বইটির ছাপা ও কালি ভালো। প্রচ্ছদ এঁকেছেন বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর শিল্পী মোঃ আবদুল কদ্দুস। বইটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩০ টাকা। দশ মার্কিন ডলার। বিদগ্ধ পাঠক সমাজের নিকট বইটি সমাদৃত হবে বলে আশা করি।